কৃষি মন্ত্রণালয়
(বিগত ২ বছরের সংক্ষিপ্ত অর্জিত সাফল্য/অগ্রগতি)

জমি কম মানুষ বেশির দেশ বাংলাদেশ। এই রকম একটি দেশে প্রতিটি মানুষের জন্য ক্ষুধার অন্ন যুগিয়ে কৃষিকে উৎপাদনমূখী টেকসই ও লাভজনক খাত হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে আমাদের কৃষি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বিপুল এই জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দেয়া অত্যান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা'র সরকার ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত ২ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও গ্রহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

- **তিন দফা সারের মূল্য হ্রাস ঃ**

বর্তমান সরকারের সময় সারের মূল্য হ্রাসের বিবরণ

সারের নাম	১৪/০১/২০০৯ এর পূর্বে কেজি প্রতি মূল্য	১৪/০১/২০০৯ তারিখ হতে কেজি প্রতি মূল্য	২/১১/২০০৯ হতে কেজি প্রতি মূল্য	২৪/১০/২০১০ হতে কেজি প্রতি মূল্য
টিএসপি	৮০	৪০	২২	২২
এমওপি	৭০	৩৫	২৫	১৫
ডিএপি	৯০	৪৫	৩০	২৭

- **ডিজেলের মূল্য হ্রাস ঃ**

বিগত ২০০৮-০৯ রবি মৌসুমে ক্ষমতায় আসার ছয় দিনের মাথায় সরকার প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ২ টাকা কমিয়ে সেচকাজে সহায়তা প্রদান করেছে।

- **পাটের জীবন রহস্য উদঘাটন ঃ**

জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) উন্মোচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে।

- **১ম পর্যায়ে আইলা দূর্গত কৃষকদের পুনর্বাসন ঃ**

এ কার্যক্রমের আওতায় ১ম পর্যায়ে খরিপ-২ মৌসুমে রোপা আমন চাষাবাদে সহায়তার জন্য একজন চাষীকে এক বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি রোপা আমন বীজ, ১৮ কেজি ইউরিয়া, ৮ কেজি টিএসপি ও ৯ কেজি এমওপি সার হিসেবে বিনামূল্যে সর্বমোট ১,৭৬,৪৭৮ জন উপকারভোগীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। এ জন্য বরাদ্দ ছিলো ১৮.০০ কোটি টাকা।

- **২য় পর্যায়ে আইলা দূর্গত কৃষকদের পুনর্বাসন ঃ**

২য় পর্যায়ে রবি মৌসুমে ১২টি জেলার ৭৫টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো, মুগ ও ভূট্টা চাষাবাদে সহায়তার জন্য বীজ, সার ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২০.৪২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একজন চাষীকে শুধুমাত্র একটি ফসল আবাদের লক্ষ্যে এক বিঘা জমির জন্য বীজ, সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১,৪৬,০১০ জন কৃষককে বিতরণের জন্য বোরোসহ বিভিন্ন ফসলের ৬২০.৮৭২ মেঃটন বীজ এবং ৬৯১২.১৮০ মেঃটন ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার সরবরাহ করা হয়েছে।

- **উত্তরাঞ্চলে তথা বরেন্দ্র এলাকায় বিনামূল্যে ১০০ ঘন্টা সেচ সুবিধা প্রদান ঃ**

বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদের গত ২০০৯ সালের দীর্ঘ খরাকালীন আমন মৌসুমে বিনামূল্যে একশ ঘন্টা সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে, কৃষকগণ যথা সময়ে আমন ফসলের আবাদ করতে পেরেছেন। এছাড়া বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ বিলে শতকরা ২০ ভাগ হারে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে।

- **মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমঃ**

● ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ অপরীহার্য। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পর মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে বিগত দুই বছরে অধিক পরিমানে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

● কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ সালে উৎপাদন যথাক্রমে- ধান বীজ ৫৭৯৪২ ও ৬৫৯৯১ মেঃ টন; গম বীজ ১০৭৩২ ও ১২৩৭৭ মেঃ টন; তৈল বীজ ৫৭৪ ও ৫৫৫ মেঃ টন; ডাল বীজ ১২৮৬.৮ ও ১৩০৩ মেঃ টন এবং পেয়াজ বীজ ১৬.৪ ও ১৬ মেঃ টন বীজ উৎপাদন ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

● বিগত ২০০৯-১০ বর্ষে বিএডিসি ৮৬,৪১৩ মে.টন দানাশস্য বীজ সহ মোট ১,০৩,৫৭২ মে.টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ করেছে–যা পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ বর্ষের চেয়ে ১২,৬৪৪ মে.টন বেশী। চলতি ২০১০-১১ বর্ষে বিএডিসি ১,০৭,৪০৪ মে.টন দানা শস্য বীজসহ মোট ১,৩০,৯৩৭ মে.টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিগত ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে ৬৯ মে.টন হাইব্রিডসহ বীজ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৪৪,৪৮৬ মে.টন এবং ২০১০-১১ বর্ষে ৪১০ মে.টন হাইব্রিডসহ ৫৮,৪১২ মে.টন এ উন্নীত করা হয়েছে। এই সরবরাহ জাতীয় চাহিদার ৫৮% এর উর্ধেক্ষ এবং গত বছরের তুলনায় ৩১% বেশী। বোরো মৌসুমে জাতীয় চাহিদার ৫৮% মানসম্মত বীজ সরবরাহের ফলে ফসলের ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

● বিএডিসি ২০০৯-১০ বর্ষে SL-8H হাইব্রীড জাতের ৬৯ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। বিএডিসি চলতি ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে SL-8H জাতের বীজের সরবরাহ পূর্বের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি করে ৪০২ মে.টনে উন্নীত করেছে।

● বিএডিসি ২০০৯-১০ সালে ১৩,৯৮৭ মে.টন বীজআলু কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। ২০১০-১১ সালে বীজআলু সরবরাহের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১৮,৮৯৯ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। বিএডিসি ২০০৯-১০ সালে প্রথম বারের মত হাইব্রিড সব্জি বীজ যেমনঃ বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বারি হাইব্রিড বেগুন-১ ইত্যাদি উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ১০ কেজি হাইব্রিড সব্জি বীজ উৎপাদন ও চাষী পর্যায়ে বিতরণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০-১১ সালে বীজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৭৩০ কেজি হাইব্রিড সব্জি বীজ উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে-যা বিদেশ থেকে হাইব্রিড সব্জি বীজ আমদানি নির্ভরতা হ্রাসপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

● পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় বিএডিসি ২০০৯-১০ সালে ১২৩০ মে.টন পাট বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করে যা পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ সালের চেয়ে ৩১৬ মে.টন বেশী। ২০১০-১১ সালে পাট বীজ সরবরাহের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১৬০০ মে.টন কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

● বিএডিসি বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জনপ্রিয় ধানের জাত বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে স্থানীয় জাতগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

● বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ২০০৯ ও ২০১০ সনে বোরো জাতসমূহের (ইরাটম-২৪, বিনাধান-৫ ও বিনাধান-৬) যথাক্রমে ৭.৫ টন ও ৯.০ টন এবং আমন জাতের (বিনাশাইল, বিনাধান-৪ ও বিনাধান-৭) এর যথাক্রমে ১৩.৫০ টন ও ২১.৫ টন মানসম্মত বীজ ডিএই ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

● বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী কর্তৃক ধানের ৮৪,০৬৭ মেঃ টন, গমের ১৪,৪৪৮ মেঃ টন, পাটের ২,৭৬২ মেঃ টন এবং আলুর ৩৪,৬৪৯ মেঃ টন বীজের প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে ।

- **কৃষি কার্ড প্রবর্তন এবং কৃষকদের কার্ডের মাধ্যমে সেচের জন্য ডিজেল সহায়তা ঃ**

সারা দেশে ১.৮২ কোটি কৃষক পরিবারকে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১.৩৮ কোটি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকগণ মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে এ কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৯২.০০ লক্ষ কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খুলেছেন। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের সাহায্যে ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে ডিজেল চালিত সেচযন্ত্রের সাহায্যে বোরো চাষে নিয়োজিত ৯১,৬১,৫৯৪ জন প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষককে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে "ডিজেল ক্রয়ে আর্থিক সহায়তা" বাবদ ৭২২.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় এই প্রথমবারের মত মাত্র ১০ টাকায় কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন। যার ফলে কৃষকদেরকে সরকার প্রদেয় আর্থিক সহায়তা সরাসরি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর সূদুর প্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। একইসঙ্গে কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে সরকার প্রদেয় অর্থ স্থানান্তরিত হওয়ায় কৃষকগণের মাঝে সঞ্চয় স্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশে বিনিয়োগের পরিমান বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

- **আউশ প্রণোদনা ঃ**

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ২৫.৯৬ কোটি টাকায় দেশের ৫১টি জেলায় আউশ মৌসুমে ৩,৪৬,১০০ জন কৃষককে জন প্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি, ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়েছে।

- **পাট চাষীদের আঁশ ছাড়ানোর জন্য রিবনার ও নগদ আর্থিক সহায়তা ঃ**

চলতি পাট মৌসুমে (২০১০-১১) পাট আঁশের মান উন্নয়ন ও চাষীদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬ শত পাট চাষীকে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে জনপ্রতি ২০০ টাকা হারে সহায়তা প্রদানসহ প্রতি ১০০ জনের জন্য ১ টি করে সর্বমোট ১৫ হাজার ৩৯৬টি রিবনার সরবরাহ করা হয় এবং কৃষকদের রিবন রেটিং পদ্ধতির উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে সরকারের সর্বমোট ৩৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

- **কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ঃ**

কৃষি আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের অংশ হিসেবে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকগণকে পাওয়ার ট্রিলার, ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হার্ভেষ্টর, রিকন্ডিশন্ড হ্যান্ড রিপার, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ সেলার, গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর, কীটনাশক স্প্রেয়ার, ম্যানুয়েল উইডার, ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মূল্যের ২৫% ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানীর কাছ থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আগ্রহী কৃষকগণ পছন্দ অনুযায়ী মডেলের ৭৫% বাজার মূল্য পরিশোধ করে যন্ত্রপাতি সরাসরি ক্রয় করছেন। মোট ২৫টি জেলার কৃষকগণের মধ্যে ৬৪,১৪০ টি মেশিনের জন্য ভর্তুকি প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এ খাতে মোট ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- **হাওড় এলাকায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কৃষককে কৃষি পুর্নবাসন সহায়তা ঃ**

বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাওর অঞ্চলে (নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার) বোরো চাষীদের ২০১০-১১ বোরো মৌসুমে উফশী বোরো ধান চাষে সহায়তার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী-২/২০১০ এর আওতায় ৩,৮৫,০০০ জন কৃষককে বোরো বীজ ও বিভিন্ন প্রকার সার বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ খাতে মোট ৪৮.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- **নতুন ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ**

বিএডিসি'র মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত জলাবদ্ধ এলাকা, হাওর ও দক্ষিণাঞ্চল এলাকায় ফসল আবাদ বৃদ্ধিকরণ তথা ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে ৩০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ মেয়াদে সারা দেশে ৩৬টি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **কৃষিখাতে ভর্তুকি ঃ**

কৃষি মন্ত্রণালয় হতে কৃষকের জন্য সার, বিদ্যুতের রিবেট এবং ইক্ষু চাষীদের সহায়তা বাবদ ভর্তুকি প্রদান করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউরিয়া সারের পাশাপাশি নন-ইউরিয়া (টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি) সারে সরকার ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকার সার ছাড়াও ডিজেল ক্রয়ে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা বাবদ ভর্তুকি প্রদান করেছে।

২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৩৯০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল। বর্তমান সরকার ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকির পরিমাণ ৪ হাজার ২৮৫ কোট টাকা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৭ শত ৮৫ কোটি টাকা ভর্তুকি পরিশোধ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৩৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে তা বৃদ্ধি করে ৪২০০ কোটি টাকা করা হলেও অর্থ বছরের শেষে ৪৮৯২ কোটি টাকা ভর্তুকি ও অন্যান্য সহায়তা বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ভর্তুকি খাতে ৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ভর্তুকি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সারের ভর্তুকি বাবদ ২৭৫.১৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এর মধ্যে বিসিআইসি'র অনুকূলে

ইউরিয়া সারে ভর্তূকি ১০০.০০ কোটি এবং বেসরকারী খাতে নন-ইউরিয়া সারের ভর্তূকি বাবদ ১৭৫.১৮ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ২০১০-১১ সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকির পরিমান বৃদ্ধি করা হবে।

- **কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়া ঃ**

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঃ

- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের সাথে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৫০ বছর মেয়াদী চুক্তি;
- মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানটি বিটিভিতে সপ্তাহে ১দিনের পরিবর্তে ৬ দিন সম্প্রচার যার সার্বিক ব্যবস্থপনা কৃষি তথ্য সার্ভিস করে থাকে;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে ফোন ইন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
- এফএম ব্যান্ড রেডিও টুডে (**Radio Today**)-তে প্রতিদিন সকাল ৭.১৫ থেকে ৭.৪৫ পর্যন্ত 'গ্রীন আওয়ার' নামে ৩০ মিনিটের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার;
- বরগুনা জেলার আমতলীতে কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, অচিরেই এর সম্প্রচার কাজ শুরু হবে;
- কৃষি বিষয়ক বাংলা ওয়েবসাইট (**www.ais.gov.bd**) চালুকরণ এবং নিয়মিত আপডেট-এর কাজ সম্পন্নকরণ;
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের ই-কৃষি কার্যক্রমের আওতায় কৃষক মাঠ পর্যায়ের ফসলের সমস্যা কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র বা এআইসিসির সহায়তায় ভিডিও সংলাপ এর মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতামত বা পরামর্শ পেতে পারেন। ইতোমধ্যে ২০টি এআইসিসি চালু হয়েছে। এ বছর আরো ২২৫টি এআইসিসির অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং এটুআই কর্মসূচীর আওতায় ১০০০ ইউনিয়ন পরিষদে অনলাইন কৃষি তথ্য সেবা পৌছে দেয়া হবে। এছাড়া কৃষকদের তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে বরগুনা জেলার আমতলীতে কমিউনিটি রেডিও সেন্টার চালু করা হচ্ছে। কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি)-র সাথে ভিডিও সংলাপ-এর মাধ্যমে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে ফসল ও মাঠ বিষয়ক যে কোন সমস্যার কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চলমান;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল অঞ্চল জেলা ও ২০টি উপজেলার সাথে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার রয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর ১৫টি দপ্তর/সংস্থার প্রত্যেকটির ওয়েব সাইট চালু রয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে ৩০টি উপজেলায় মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অন-লাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম এবং ২০টি উপজেলায় অফ-লাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম চালুকরণ;

- **জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অভিযোজন কার্যক্রম ঃ**

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার ধারাবাহিকতায় ধান, গম, ইক্ষু ও বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- দক্ষিণ অঞ্চলের লবনাক্ত এলাকায় ব্রি ধান-৪৭ ও বিনা ধান-৮ জাতের ধান এবং বৃহত্তর রংপুরের মঙ্গা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রি ধান-৩৩ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবনাক্ত অঞ্চলে ব্রি ধান-৪০ ও ব্রি ধান-৪১ সম্প্রসারণ কাজ চলছে। হাওর এলাকায় আবাদ উপযোগী স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট হাইব্রিড ও

ব্রি ধান-২৮ আবাদে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আউশ মৌসুমের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান-২৭, ব্রি ধান-৪২, ব্রি ধান-৪৩ ও ব্রি ধান-৪৮ আবাদ সম্প্রসারণের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে;

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ২০০৯ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্ততা জরিপের মাধ্যমে `Saline Soils of Bangladesh, 2010` নামক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে;
- আকস্মিক বন্যায় ধানের বর্ধিষ্ণু পর্যায়ে দুই সপ্তাহ জলমগ্ন অবস্থা সহনশীল দুটি ধানের জাত ব্রি ধান-৫১ এবং ব্রি ধান-৫২ উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- রোপা আমন মৌসুমের জন্য স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত ব্রি ধান-৫৩ এবং ব্রি ধান-৫৪ উদ্ভাবন করা হয়;
- কৃষির ফসল সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য আফ্রিকা হতে সংগৃহীত খরা সহিষ্ণু ও স্বল্প জীবনকালের ধানের জাত Nerica ধান বিএডিসি নিজস্ব খামারে Trial এর মাধ্যমে আবাদ উপযোগিতা যাচাই কার্যক্রম সেপ্টেম্বর '০৯ মাস হতে বাস্তবায়ন করছে। Nerica ধান তিন মৌসুমেই আবাদ করা যাবে;
- বিএডিসি মরক্কো হতে সংগৃহীত ২টি তাপসহিষ্ণু জাতের গম বীজের Adaptive trial-এর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে;
- ২০০৯-১০ সালে বিএডিসি বোরো মৌসুমে লবণাক্ত সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭ জাতের ১৩৭ মে.টন মান ঘোষিত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ করে। ২০১০-১১ বছরে ২,৬০৭ মে. টন বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪০, ব্রি ধান-৪১, বিনা ধান-৮ পরিবর্ধন করে পর্যায়ক্রমে চাষী পর্যায়ে সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ আমন মৌসুমে জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত হিসাবে সদ্য ছাড়কৃত ব্রি ধান-৫১ এবং ব্রি ধান-৫২ এর বীজ বর্ধন করে চাষী পর্যায়ে সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমূহে আবাদের জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু গমের জাত হিসাবে ছাড়কৃত বারি গম-২৫ এবং বারি গম-২৬ এর বীজ বর্ধন করে চাষী পর্যায়ে সরবরাহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- বিনা ধান-৮ বোরো মৌসুমে দক্ষিণ অঞ্চলে লবণাক্ত এলাকা সমূহের ধান ফসলের উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;

- **বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কারঃ**

কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। প্রতিবছর এই কৃষি পুরস্কার প্রদান করার কথা। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের ৫বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর অর্থাৎ ৭ বছরে মাত্র ১বার এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহনের পর নিয়মিত এই পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে ১০টি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৩২ জন কৃষক ও প্রতিষ্ঠানকে গত ২৬/০৭/২০১০ তারিখে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার ১৪১৫" এ ভূষিত করেছেন। বর্তমানে ১৪১৬ সালের কৃষি পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে কৃষি উপকরণ কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা সাধ্যের আওতায় এনে বিজ্ঞানের নবনব প্রযুক্তি ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করে নিরন্নকে অন্ন যোগানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।